অপারেশন গুলমার্গ সাত দশক পরেও কাশ্মীর-লক্ষ্যে অবিচল পাকিস্তান

প্যারিস, ১৭ অক্টোবর : ১৯৪৭ সালের ২১-২২ অক্টোবর। কাশ্মীর তখনও স্বাধীন রাজ্য। মাঝরাতে আচমকা পাকিস্তান থেকে দলে দলে সশস্ত্র উপজাতি-হানাদাররা কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছিল। তাদের হামলার নেপথ্যে ছিল সেই পাকিস্তানি সেনা। অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন গুলমার্গ। পাক সেনার তৎকালীন মেজর জেনারেল আকবর খান কাশ্মীর দখলের সেই পরিকল্পনার রূপকার ছিলেন। পাক হানাদাররা উপত্যকায় গণহত্যা শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের শেষ রাজা হরি সিং ভারতভুক্তি চুক্তিতে সই করেন। ভারতীয় সেনা পালটা অভিযানে উপত্যকার বড় অংশ হানাদারমুক্ত করেছিল। সম্প্রতি এক ইউরোপীয় থিংকট্যাংকের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতীয় সেনার চাপে কাশ্মীরের বেশিরভাগ এলাকা থেকে তখন হাতগুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেও পাকিস্তানের লক্ষ্যের এখনও কোনও পরিবর্তন হয়নি। আজও তারা কাশ্মীর দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেদেশের সামরিক প্রস্তুতি ও বিদেশ নীতির অভিমুখ কাশ্মীরকেন্দ্রিক। কাশ্মীরের একাংশ বেআইনিভাবে দখল করে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন কাশ্মীরকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছে পাকিস্তান। ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাক সরকার জম্মু ও কাশ্মীর সহ ভারতের একটা অংশকে পাকিস্তানের এলাকা দাবি করে মানচিত্র প্রকাশ করেছিল। কোনও রাষ্ট্রই অবশ্য সেই মানচিত্রকে স্বীকৃতি দেয়নি।

ইউরোপীয় থিংকট্যাংকের রিপোর্টে পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতির বিশ্লেষণ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ইউরোপিয়ান ফাউন্ডেশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ (ইএফএসএএস) নামে ওই থিংকট্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কাশ্মীরিদের আত্মপরিচিতি ধ্বংসের জন্য দায়ী পাকিস্তান। পাকিস্তানের অপারেশন গুলমার্গের কারণে কাশ্মীর দু'টুকরো হয়ে যায়। ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। ২১-২২ অক্টোবর উপজাতি যোদ্ধাদের সামনে রেখে যে হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা, তাতে এলওসির ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে কাশ্মীরিরা দুই অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যান। ওয়াশিংটনভিত্তিক কৌশলগত বিশেষজ্ঞ সুজা নওয়াজের একটি লেখা থেকে জানা গিয়েছে, কাশ্মীর আক্রমণ করতে পাক সেনাকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা ২২টি পাসতুন উপজাতিকে একজোট করেছিলেন। তাদের টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়। ইএফএসএএস জানিয়েছে, মহম্মদ আলি জিন্নার অন্যতম সহায়ক শওকত হায়াত খান এই অভিযানের জন্য সরকারি তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। জেনারেল আকবর খান পরবর্তীকালে জানান, কাশ্মীর দখল করতে সে সময় গোপনে পাক সেনার বড় অংশকে কাশ্মীর সীমান্তে নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে নিয়মিত বাহিনীর বদলে সামনে থেকে আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উপজাতিদের। পাকিস্তানি বাহিনী ১৮ অক্টোবর থেকে কাশ্মীর সংলগ্ন অ্যাবোটাবাদে অবস্থান করছিল।

ইউরোপীয় থিংকট্যাংকের রিপোর্ট

কী বলছে রিপোর্ট

- কাশ্মীরিদের আত্মপরিচিতি ধ্বংসের জন্য দায়ী পাকিস্তান।
- পাকিস্তানের অপারেশন গুলমার্গের কারণে কাশ্মীর দু'টুকরো হয়ে যায়।
- ইসলামাবাদের নীতি হল যেনতেন প্রকারে কাশ্মীরের দখল নেওয়া।
- ৭৩ বছর পরেও পাকিস্তান সেই নীতি থেকে সরে আসেনি।

থিংকট্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, কাশ্মীর দখলের লক্ষ্যে উপজাতিদের জেহাদি মনোভাবকে সে সময় কাজে লাগিয়েছিল পাকিস্তান। জম্মুতে কাল্পনিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের খবর প্রচার করে উপজাতিদের উত্তেজিত করা হয়েছিল। হামলাকারীরা কাশ্মীরে ঢুকে বহু হিন্দু ও শিখকে হত্যা করেছিল। সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমরাও সেই অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। ওই বছর ২৬ অক্টোবর যেদিন হরি সিং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তিপত্রে সই করেছিলেন, সেদিন বারামুল্লার ১১ হাজার বাসিন্দাকে খুন করেছিল পাকিস্তান থেকে আসা হামলাকারীরা। শ্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী মোহরা বিদ্যুৎকেন্দ্রটিও তারা ধ্বংস করে দেয়। শেখ আবদুল্লা নিজেই রাষ্ট্রসংঘে পাক হানাদারদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে থিংকট্যাংকের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, সেবার হাজার হাজার হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের মৃত্যু ছাড়াও অনেক মহিলাকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুট হয়। মহারাজা হরি সিংও ভারতভুক্তির চুক্তিতে সই করার পর একই কথা বলেছিলেন। ইএফএসএএসের মূল্যায়ন অনুযায়ী, ইসলামাবাদের নীতি হল যেনতেন প্রকারে কাশ্মীরের দখল নেওয়া। শুরু থেকে তারা গায়ের জোরে এলাকাটি কবজা করার চেষ্টা করছে। ৭৩ বছর পরেও পাকিস্তান সেই নীতি থেকে সরে আসেনি। মুখে শান্তি ও কাশ্মীরিদের সমর্থনের কথা বললেও পাকিস্তানের জন্যই জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ৯৪ নম্বরে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স) ১০৭টি দেশের মধ্যে ৯৪ নম্বরে রয়েছে ভারত। গতবছর এই তালিকায় ১১৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১০২ নম্বরে। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরেও ক্ষুধা সূচকে ভারতের ধারাবাহিকভাবে পিছিয়ে থাকার ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তালিকায় শ্রীলঙ্কা (৬৮), নেপাল (৭৩), বাংলাদেশ (৭৫), পাকিস্তান (৭৮) ও মিয়ানমার (৮৮)-এর মতো প্রতিবেশী দেশ ভারতের ওপরে জায়গা পেয়েছে। অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু সহ মোট ৪টি মাপকাঠিতে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে। যেসব দেশ ১০-এর কম পয়েন্ট পেয়েছে সেগুলিতে খাবারের জোগান ও বণ্টন সবচেয়ে ভালো। ১০ থেকে ২০-র কম পয়েন্টের ক্ষেত্রে মাঝারি ও ২০-৩৪.৯ পয়েন্ট পেলে গুরুতর পর্যায়ের খাদ্য সংকট হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৩৫ থেকে ৪৯.৯ পয়েন্টের ভিতরে কোনও দেশের অবস্থান হলে তাকে উদ্বেগজনক শ্রেণিতে ফেলা হয়েছে। প্রাপ্ত পয়েন্ট ৫০-এর বেশি হলে কোনও দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই হিসাবে ভারতের স্কোর ২৭.২।

পিছিয়ে ভারত

- ১০৭টি দেশের মধ্যে ৯৪ নম্বরে রয়েছে ভারত
- গতবছর ১১৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১০২ নম্বরে
- শ্রীলঙ্কা (৬৮), নেপাল (৭৩), বাংলাদেশ (৭৫), পাকিস্তান (৭৮) ও মিয়ানমার (৮৮) ভারতের ওপরে জায়গা পেয়েছে

যদিও ২০০০ সালের পর থেকে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের অবস্থান ক্রমশ ভালো হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে সেই উত্থান যে পর্যাপ্ত নয়, ক্ষুধা সূচকের তালিকা সেদিকেই ইঙ্গিত করছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার প্রকাশিত গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ অপুষ্টিতে ভোগে বলে জানানো হয়েছে। এদেশে ৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার ৩.৭ শতাংশ। ১৭.৩ শতাংশ শিশুর ওজন উচ্চতার তুলনায় কম। তালিকায় ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে চিন। বেলারুশ, ইউক্রেন, কুয়েতের মতো দেশের অবস্থানও যথেষ্ট ভালো। ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গবেষক পূর্ণিমা মেননের বক্তব্য উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা জরুরি। ভারতে প্রতি ৫টি শিশুর মধ্যে একটি উত্তরপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করে। যেসব রাজ্যে জনঘনত্ব অধিক সেগুলির দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে। ওইসব রাজ্যে অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা সম্ভব হলে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত ওপরের দিকে উঠে আসবে।

নিউজিল্যান্ডে ক্ষমতায় ফিরছেন জেসিন্ডা

ওয়েলিংটন, ১৭ অক্টোবর : করোনা যুদ্ধে সাফল্য পাওয়ার পর ভোটযুদ্ধেও নিরঙ্কুশ জয়ী হলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন। সংসদীয় নির্বাচনে আর্ডেনের লেবার পার্টি ৪৯ শতাংশের বেশি ভোট

পেয়েছে। ১২০ আসনের সংসদে লেবার পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৪। ১৯৯৬-তে নিউজিল্যান্ডে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও আনুপাতিক ভোটদান ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এই প্রথম কোনও দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। প্রধানমন্ত্রী পদে আর্ডেনের শপথগ্রহণ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডেও সংক্রামিতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন আর্ডেন। কঠোরভাবে লকডাউনের পথে না হেঁটে জোর দেন কোভিড সংক্রান্ত নিয়মাবলী পালনের ওপর। নাগরিকদের বড় অংশকে টেস্টের আওতায় আনা হয়। তাঁর নেতৃত্বে অর্থনীতিকে সচল রেখে করোনা যুদ্ধে নির্ণায়ক সাফল্য পায় নিউজিল্যান্ড। একসময় সেখানে অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা শূন্যে নেমে গিয়েছিল। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে নতুন করে কয়েকজনের সংক্রমণ ধরা পড়লেও সেই সংখ্যা নগণ্য। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জেরে যখন বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন দলের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া সামলাতে হচ্ছে, সেসময় আর্ডেনের নিরঙ্কুশ জয়ের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে বলে মত পর্যবেক্ষকদের। ফল ঘোষণার পর সমর্থকদের উদ্দেশে আর্ডেন বলেন, 'যাঁরা আমাদের ভোট দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। এই আস্থা আগামী দিনে আমাদের নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রেরণা জোগাবে।'

মোদির ওয়েবসাইট থেকে তথ্য চুরি

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের তথ্য চুরি হয়ে গিয়েছে। এমনই দাবি করেছে সাইবার সুরক্ষা সংস্থা সাইবেল। মার্কিন এই সংস্থার দাবি, ওই সমস্ত তথ্য ডার্ক ওয়েবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের নজরে আনা হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টুইটার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক হয়েছিল। ওই অ্যাকাউন্টের সঙ্গেই মোদির ওয়েবসাইটটি লিংক করা রয়েছে। শুক্রবার সাইবেল জানায়, ওয়েবসাইটটি হ্যাক করে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজারেরও বেশি মানুষের তথ্য চুরি হয়েছে। মানুষের নাম,ধাম, ই-মেল আইডি ইত্যাদি একাধিক ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে গিয়েছে। মোদির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যাঁরা প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করেছেন, সেরকম প্রায় ২ লক্ষ ৯২ হাজারেরও বেশি মানুষের তথ্য চুরি হয়েছে এবং সেগুলি ডার্ক ওয়েবে বিক্রি হয়েছে। সাইবেলের আশঙ্কা, ওই চুরি যাওয়া তথ্য কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতেই পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও সাইবেলের দাবি, গত ১০ অক্টোবর ডার্ক ওয়েবে তথ্য পাচার হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রথমে তাদের নজরে আসে। ইতিমধ্যে বিষয়টি ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিমের গোচরে আনা হয়েছে বলে দাবি করেছে সাইবেল।

মহাজোটের ইস্তাহারে কৃষি আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি

নীতীশকে চ্যালেঞ্জ, নিজেকে মোদি অনুগত বলে চাল চিরাগের

পাটনা, ১৭ অক্টোবর : বিহারে ভোট যত এগিয়ে আসছে, চিরাগ পাসোয়ানকে ঘিরে এনডিএ শিবিরে উথালপাতাল তত বাড়ছে। প্রকাশ জাভড়েকার, সুশীল কুমার মোদি, দেবেন্দ্র ফড়নবিশের মতো বিজেপি নেতারা চিরাগের বাবা তথা সদ্য প্রয়াত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের দল এলজেপিকে 'ভোট কাটুয়া' বলে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু চিরাগ উলটে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হনুমান বলে দাবি করেছেন। তাঁর অভিযোগ, নীতীশ কুমারের চাপেই বিজেপি নেতারা লোক জনশক্তি পার্টির বিরুদ্ধে এসব বলছেন। অন্যদিকে, শনিবার আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের বিরোধী মহাজোটের প্রকাশিত যৌথ ইস্তাহারে ক্ষমতায় এলে কৃষি সংক্রান্ত তিনটি কেন্দ্রীয় বিতর্কিত আইন বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বিজেপির তরফে শুক্রবার ঘোষণা করা হয়েছে, বিহারে মোট ১২টি জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। জনসভাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও থাকবেন। চিরাগ বলেন, নীতীশ কুমারের চাপের কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওঁর সঙ্গে যৌথ জনসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চিরাগের বক্তব্য, 'ভোটের পর নীতীশ কুমার ফের মুখ্যমন্ত্রী হলে আমি এনডিএ-তে যোগ দেব না। আমি বিরোধী আসনে বসা পছন্দ করব।' চিরাগের দাবি, ভোটের পর বিজেপি এবং এলজেপিই বিহারে নতুন সরকার তৈরি করবে।

বিজেপির সঙ্গে তাঁর দলের সমীকরণ বোঝাতে গিয়ে চিরাগ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমার হৃদয়ে রয়েছেন। আমি ওঁর হনুমানের মতো। যদি সমালোচকরা চান, তাহলে আমি বুক চিরে দেখাতে পারি।' এলজেপিকে ভোট কাটুয়া বলার তীব্র বিরোধিতা করেছেন রামবিলাস-পুত্র। তিনি বলেন, 'আমার বাবা রামবিলাস পাসোয়ান প্রতিষ্ঠিত দল সম্পর্কে এসব কথা শুনলে খারাপ লাগে। আমাদের দল যদি ভোট কাটুয়া হত, তাহলে ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৯ সালের ভোটগুলিতে আমাদের জোটে রেখেছিল কেন বিজেপি।' এনডিএ শিবির যখন ভোট কাটাকুটির আঁকচাআঁকচিতে ব্যস্ত, তখন বিরোধী মহাজোটের যৌথ নির্বাচনি ইস্তাহার

> প্রধানমন্ত্রী আমার হৃদয়ে রয়েছেন। আমি ওঁর হনুমানের মতো। যদি সমালোচকরা চান, তাহলে আমি বুক চিরে দেখাতে পারি।
>
> -চিরাগ পাসোয়ান

প্রকাশ করা হয়ে গেল। ওই কর্মসূচিতে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা, শক্তিসিন গোহেল প্রমুখ নেতা হাজির ছিলেন। কৃষি আইন বাতিল ছাড়াও কৃষকদের ঋণ মকুবের মতো একাধিক প্রতিশ্রুতি আছে ওই ইস্তাহারে। 'প্রাণ হামারা' শিরোনামে ওই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী বলেন, 'নীতীশ কুমার ক্লান্ত মুখ্যমন্ত্রী। জল-জীবন-হরিয়ালি মিশনের জন্য যে ২৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, সেটা কোথায় গেল? মানুষের টাকা লুট করা হয়েছে।' নীতীশ কুমারের সরকারকে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আক্রমণ করে বিরোধী দলনেতা বলেন, নীতীশের জমানায় ভাগলপুর সৃজন কেলেঙ্কারি সহ প্রায় ৬০টি দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে সরব না হয়ে বিহারের বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলা উচিত নীতীশ কুমার ও এনডিএ সরকারের।

বিহারের বিশেষ মর্যাদার প্রসঙ্গে তেজস্বী কটাক্ষ করে বলেন, গত ১৫ বছর নীতীশ কুমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অথচ এখনও পর্যন্ত বিহার বিশেষ মর্যাদা পেল না। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে এসে নিশ্চয়ই ওই মর্যাদা বিহারের হাতে তুলে দেবেন না। কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা বলেন, 'তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে আমরা ক্ষমতায় এলে বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই কেন্দ্রের কৃষক বিরোধী আইন তিনটি বাতিল করে দেব।' যদিও ওই যৌথ ইস্তাহারকে পাত্তা দেননি বিজেপি নেতারা। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদি বলেন, যারা ক্ষমতায় থাকাকালীন মানুষের জমি জবরদখল করেছিল, তাদের এই ইস্তাহার মানায় না। বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, তেজস্বীর মতো দুর্বল নেতৃত্বের কারণে আরজেডির হাত ধরে এখন উগ্র বামশক্তি বিহারে ফের ডালপালা বিস্তার করতে চাইছে। এদিন এনডিএ'র তরফে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হয়। তাতে নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রিত্বে বিহারের উন্নতির খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে।

সাজা ঘোষণা ১০ বছর পর

একবছরের কোমা শেষে দোষী শনাক্ত করলেন যুবক

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : ত্রিকোণ সম্পর্কের জের কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা আঁচ করতে পারলে বোধহয় এই পরিণতি এড়াতে পারতেন বছর ২৯-এর কলকাতার বাসিন্দা শৌভিক চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, যার জেরে তিনি কোমায় ছিলেন পাক্কা এক বছর। কিন্তু হুঁশ ফিরতে দোষীদের শনাক্ত করেছিলেন। শেষপর্যন্ত সাজা হয় বন্ধুদের। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ২০১০ সালে বেঙ্গালুরুতে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্র শৌভিক চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গালুরুতে এক তরুণীর প্রেমে পড়ে শৌভিক। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীকে পছন্দ করত শৌভিকের রুমমেট শশাঙ্ক দাসও। এই ত্রিকোণ প্রেম থেকে বন্ধুত্বে ভাঙন ধরে। এরপর একদিন শশাঙ্ক ও আরেক রুমমেট জিতেন্দ্র ষড়যন্ত্র করে বিরোধ মিটমাট করার অছিলায় শৌভিককে বাড়ির ছাদে ডেকে সুযোগ বুঝে তিন তলার ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। শৌভিক মাথায় চোট পান ও গুরুতর আহত হওয়ায় কোমায় চলে যান। দোষী দুই বন্ধু পুলিশকে জানায়, অসুস্থ হয়ে মাথা ঘুরে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল শৌভিক। পুলিশ সেই বয়ানে বিশ্বাস করে। কেস ধামাচাপা পড়ে। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দুই অভিযুক্ত। একবছরেরও বেশি সময় পরে জ্ঞান ফেরে শৌভিকের। পুলিশকে সব ঘটনা খুলে বলেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে দুই অভিযুক্তকে। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ২০১২ সালে জামিন পায় দুজনে। তারপর আদালতের দ্বারস্থ হন শৌভিক। শুরু হয় আইনি লড়াই। দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একটি স্কেচ বেঙ্গালুরুর পুলিশের হাতে তুলে দেয় শৌভিক। অবশেষে অভিযুক্ত দু'জনকে দোষী সাব্যস্ত করল বেঙ্গালুরু হাইকোর্ট। তাদের ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আদালত।

বিহারের ঔরাঙ্গাবাদে ভোটের প্রচারে নীতীশ কুমার। - পিটিআই

রেলের নতুন টাইমটেবল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : শীঘ্রই নতুন জিরো বেসড টাইমটেবল চালু করতে চলেছে ভারতীয় রেল। তাতে যেমন একদিকে প্রায় ৬০০টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল হতে চলেছে, ঠিক তেমনই উঠে যাচ্ছে ১০,২০০টি হল্ট স্টেশন। নাইট হল্টও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ৩৬০টি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে মেল কিংবা এক্সপ্রেস ট্রেনে উন্নীত করা হতে পারে। আবার ১২০টি মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনকে সুপার ফাস্ট ট্রেনে পরিণত করার কথাবার্তাও চলছে। সূত্রের খবর, রেলমন্ত্রক নতুন টাইমটেবল চূড়ান্ত করার কাজে ব্যস্ত। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। করোনা আবহে এখনও ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। প্রচুর বিশেষ ট্রেন চালানো হলেও লোকাল থেকে দূরপাল্লার-কোনও ট্রেনই এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়নি। এনিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়লেও করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক করার ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি কেন্দ্র। রেলবোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সিইও ভিকে যাদব বলেন, নতুন ব্যবস্থা কবে নাগাদ কার্যকর হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। রেলসূত্রে খবর, লিংক এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তার বদলে পৃথক ট্রেন চালানোর কথা ভাবছে রেল।

উইঘুর বিতর্কে সরব আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৭ অক্টোবর : করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য একাধিকবার চিনকে দায়ী করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই বিতর্কের রেশ কাটার আগেই চিনের বিরুদ্ধে ফের সরব হল আমেরিকা। সেদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্ট ও'ব্রায়েন শুক্রবার এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে চিনে উইঘুর মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন। ও'ব্রায়েন বলেন, চিনে সংখ্যালঘু মুসলিমরা ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাঁদের যদি হত্যা করা নাও হয়ে থাকে, তাহলেও যা চলছে, তা গণহত্যার থেকে আলাদা নয়। উত্তর-পশ্চিম চিনের স্বশাসিত প্রদেশ শিনজিয়াংয়ে উইঘুররা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দীর্ঘদিন ধরে চিন সরকার তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলির অভিযোগ, মুসলিমদের হত্যা ছাড়াও তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে চিনে। গতমাসে মার্কিন বিদেশসচিব মাইক পম্পেও জানান, চিন সরকার শিনজিয়াংয়ে মুসলিমদের নির্বীজকরণ করছে। মুসলিম মহিলাদের গর্ভপাতে বাধ্য করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।